WBCS Descriptive Bengali WBCS Bengali Compulsory

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন WBCS Descriptive Bengali with Pathak sir

WBCS Mains Compulsory Bengali question

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2021 **সম্পাদকীয় প্রতিবেদন**

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'যুদ্ধে কেবল প্রাণহানিই ঘটে না, পরিবেশও বিপন্ন হয়।

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2020 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : অনলাইন শিক্ষা আমাদের কতদূর এগিয়ে দেবে?

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2019 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণ

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2018 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : "বাক স্বাধীনতার অধিকার সর্বাপেক্ষা জরুরি'

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2017 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে ২০০ শব্দের মধ্যে একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন : 'যন্ত্রণামুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায় স্বেচ্ছামৃত্যু

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2016 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বে-আইনি নির্মাণ অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক-এর স্বপক্ষে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লিখুন।

WBCS Mains Compulsory Bengali question 2015 সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং আজকের যুব সমাজকে অপরাধ-প্রবণ করে তুলেছে-এর সপক্ষে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (২০০ শব্দের মধ্যে)

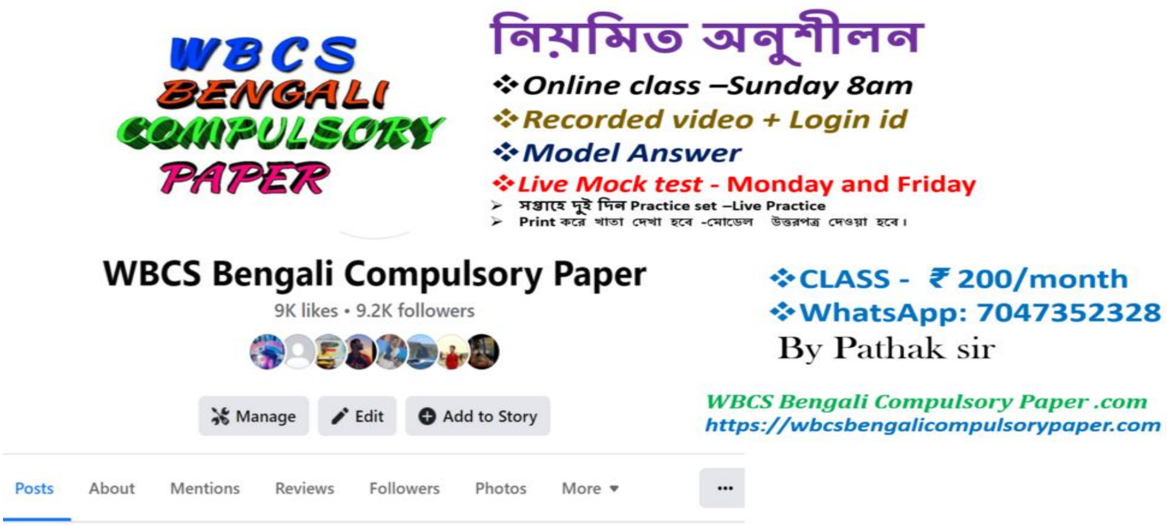

নিম্নলিখিত যে কোন একটি বিষয় সম্পর্কে আপনার অভিমত কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে পত্রা কারে বিবৃতবৃ করুন : 40 (নাম ঠিকা নার পরিবর্তে X Y Z লিখুন) **দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র**

WBCS Main Question Paper – 2021 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) বিশ্ব জলদিবস : জলসমস্যা ও সমাধান (খ) পর্যটনর্য শিল্পে অতিমারীর প্রভাব(গ) সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের ভাষা

WBCS Main Question Paper – 2020 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) অতিমারি ও কুসংস্কার (খ) ধর্ম এবং ধর্মান্ধর্মাতা (গ) শিক্ষায় মাতৃভাষার গুরুত্ব

WBCS Main Question Paper – 2019 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) যুবসমাজে মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার ও তার কুফল (খ) বর্তমানে বাংলার নারীর অগ্রগতি (গ) প্রবীণ নাগরিকদের নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তা দূর করার জন্য সামাজিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা

WBCS Main Question Paper – 2018 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কার (খ) পরিবেশ দূষণদূ ও তার প্রতিকার(গ) নারী নির্যাতন : ঘরে ও বাইরে

WBCS Main Question Paper – 2017 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) জীবনে সাহিত্য পাঠের ভুমিকা। (খ) জন জীবনে গণমাধ্যমের প্রভাবের দুইদিক। (গ) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষার গুরুত্ব।

WBCS Main Question Paper – 2016 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে খরা : সরকারের ভূমিকা। (খ) ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা দুর্নীতি। (গ) ছাত্র আন্দোলন ও বৃহবৃত্তর জনজীবনে তার প্রভাব।

WBCS Main Question Paper – 2015 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) নির্মলর্ম প্রযুক্তি (গ্রিন টেকনলজি) ও ভারত। (খ) পরিবেশ পর্যটর্যনে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা। (গ) নারী নিগ্রহ ও নির্বিকার্ সমাজ।

WBCS Main Question Paper – 2014 দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পত্র

(ক) কলকাতার উন্নতি করানো সম্ভব হবে না নাগরিক চেতনার স্বতঃস্ফুর্ত জাগরণ না ঘটলে। (খ) আমাদের জাতীয় সংহতি ও ঐক্যের মূলে প্রধান বাধা সাম্প্রদায়িক (গ) নির্বাচন কমিশন ও ভারতের জনমানসে তার প্রভাব(ঘ) ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি।

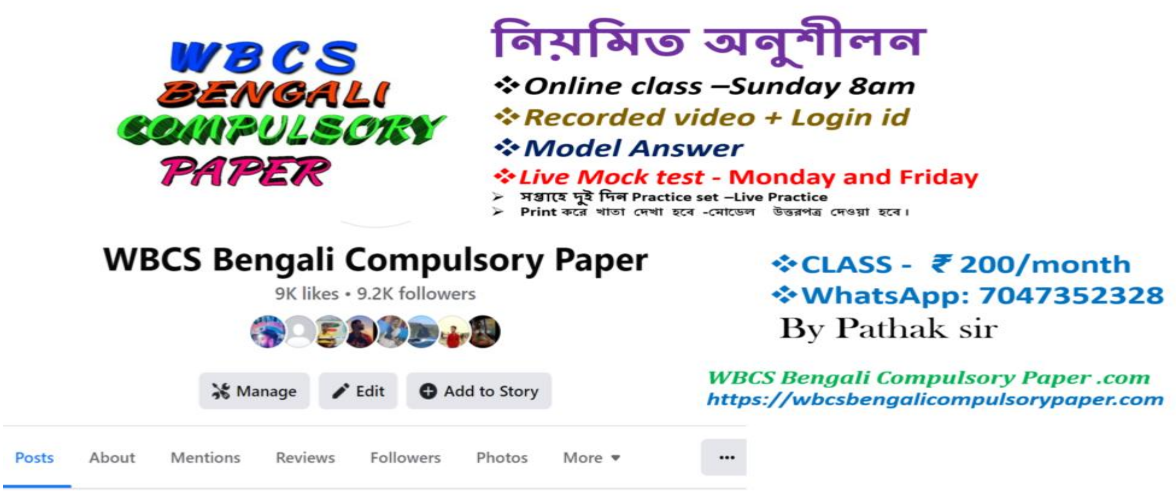

Precise – সারমর্ম

WBCS Main Question Paper – 2021 সারমর্ম

৩। সহজভাবে আপনার জীবনে প্রাত্যহিক কাজ করে যাওয়ার চেয়ে সুন্দর এবং মহৎ আর কিছু হতে পারে না। মাঠের তৃণ থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত তাই করছে; কেউ গায়ের জোরে আপনার সীমাকে অতিক্রম করবার চেষ্টা করছে না বলেই প্রকৃতির মধ্যে এমন গভীর শান্তি এবং অপার সৌন্দর্য বিরাজ করছে। অথচ প্রত্যেকে যেটুকু করছে সেটুকু সামান্য নয় – ঘাস আপনার চূড়ান্ত শক্তি প্রয়োগ করে তবে ঘাসরূপে টিকে থাকতে পারে, শিকড়ের শেষ প্রান্তটুকু পর্যন্তর্য দিয়ে তাকে রসাকর্ষণর্ষ করতে হয়। সে যে নিজের শক্তি লঙঘন করে বটগাছ হবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে না, এইজন্যই পৃথিপৃ বী এমন সুন্দর শ্যামল হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, বড়ো বড়ো উদ্যোগ এবং লম্বা-চওড়া কথার দ্বারা নয়, কিন্তু প্রাত্যহিক ছোটো ছোটো কর্তব্য র্ত -সমাধা দ্বারাই মানুষের সমাজে যথাসম্ভব শোভা এবং শান্তি আছে। বসে বসে হাঁসহাঁ ফাঁসফাঁ করা, কল্পনা করা, কোনো অবস্থাকেই আপনার যোগ্য মনে না করা, ইতিমধ্যে সুমুখ দিয়ে সময়কে চলে যেতে দেওয়া-এর চেয়ে হেয় কিছু হতে পারে না। যখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করা যায়, নিজের সাধ্যায়ত্ত সমস্ত কর্তব্য র্ত সত্যের সঙ্গে, বলের সঙ্গে, হৃদয়ের সঙ্গে, সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে পালন করে যাব এবং যখন বিশ্বাস হয় তা করতে পারব, তখন সমস্ত জীবন আনন্দে পরিপূর্ণ হর্ণ য়ে ওঠে, ছোটোখাটো দুঃ খবেদনা একেবারে দূরদূ হয়ে যায়।

WBCS Main Question Paper – 2020 সারমর্ম

৩। যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাঁহা তাঁ রাই বাবু। যাঁহা যাঁ দের চরণ মাংসাস্থিবিহীন, শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় হইলেও পলায়নে সক্ষম; হস্ত দুর্বলর্ব হইলেও লেখনী ধারণে এবং বেতন গ্রহণে সুপটু, চর্ম কোমল হইলেও সাগরপার নির্মিতর্মি দ্রব্যবিশেষের প্রহার সহিষ্ণু, তাঁহা তাঁ রাই বাবু। যাঁহা যাঁ রা বিনা উদ্দেশ্যে সঞ্চয় করিবেন, সঞ্চয়ের জন্য উপার্জনর্জ করিবেন, পার্জনের্জ র জন্য বিদ্যাধ্যয়ন করিবেন, বিদ্যাধ্যয়নের জন্য প্রশ্ন চুরি করিবেন, তাঁহারাই বাবু।

WBCS Main Question Paper – 2019 সারমর্ম

প্রথম যুগে একদিন পৃথিপৃ বী আপন তপ্ত নিসাসের কুয়াশায় অবগুন্ঠিত ছিল, তখন বিরাট আকাশের গ্রহমণ্ডুলীর মধ্যে আপন স্থান সে উপলব্ধি করতেই পারেনি। অবশেষে একদিন তার মধ্যে সূর্যকির্য রণ প্রবেশের পথ পেলো। তখন সেই মুক্তিতে আরম্ভ হলো পৃথিপৃ বীর গৌরবের যুগ। তেমনি একদিন আর্দ্র হৃদয়ালুতার ঘন বাষ্পবরণ আমাদের মেয়েদের চিত্তকে অত্যন্ত কাছের সংসারে আবিষ্ট করে রেখেছিলো। আজ তা ভেদ করে সেই আলোকরশ্মি প্রবেশ করেছে যা মুক্ত আকাশের, যা সর্বলো র্ব কের। বহু দিনের যে-সব সংস্কারজরিমাজালে তাদের চিত্ত আবদ্ধ বিজড়িত ছিল যদিও আজ তা সম্পূর্ণ কের্ণ টে যায়নি, তবুতার মধ্যে অনেকখানি ছেদ ঘটেছে। কতখানি যে, তা আমাদের মতো প্রাচীন বয়স যাদের তারাই জানে।

WBCS Main Question Paper – 2018 সারমর্ম

পৃথিবীতে যাহার দিকে তাকাও দেখিবে- সে নিজের অবস্থায় অসন্তুষ্ট । দরিদ্র কিসে ধনী হইবে সেই চিন্তায় উদ্বিগ্ন ; ধনী চোর-ডাকাতের ভয়ে ত্রস্ত, রাজা শত্রুর ভয়ে ভীত । এককথায় পৃথিপৃ বীতে এমন কেউ নাই যে পূর্ণ সু র্ণ খে সুখী । অথচ কৌতুকের বিষয় এই— পৃথিপৃ বী ছাড়িয়া যাইতেও কেহ প্রস্তুত নহে । মৃত্যুমৃ ত্যুর নাম শুনিলেই দেখি মানুষের মন শুকাইয়া যায় । মানুষ যতই দরিদ্র হউক, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, যদি অনাহারে কাটাতেই হয়, পৃথিপৃ বী কোনো আরাম আমি যদি ভাগ্যে না থাকে, তথাপি সে মৃত্যুমৃ ত্যুকে চাহে না । সে যদি কঠিন পীড়ায় পীড়িত হয়, যদি শয্যা হইতে উঠিবার শক্তিও না থাকে, তথাপি সে মৃত্যুমৃ ত্যুর প্রার্থী হইবে না । কে না জানে যে শত বৎসরের পরমায়ু থাকলেও একদিন না একদিন মরিতে হইবে ।

WBCS Main Question Paper – 2017 সারমর্ম

মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ । সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে – সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে— কেহ মরে, কেহ কাঁচেকাঁ বাধিয়া ফিরিয়া আসে । জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-র্মবহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি — সংসার বহ্নিময় । আবার সংসার কাঁচময় কাঁ । যে আলো দেখিয়া মোহিত হই – মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপঝাঁ দিতে যাই – কই, তাহাত পাই না । — আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই । কাঁচকাঁ না থাকিলে সংসার এতদিন পুড়িয়া যাইত । অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ কাঁচেকাঁ ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল । এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিতর্ণি হয়, তাহাকে কাব্য বলি । মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন সৃ করিয়া দুর্যো ধনর্যো পতঙ্গকে পোড়াইলেন, জগতে অতুল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টিসৃ হইল । জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত Paradise Lost । ধর্মবর্মহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল । ভোগবহ্নির পতঙ্গ অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রা । রূপবহ্নির রোমিও ও জুলিজু য়েত । ঈর্ষা -র্ষাবহ্নির 'ওথেলো' । গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়বহ্নি জ্বলিতেছে । স্নেহবহ্নিতে সীতা পতঙ্গের দাহ জন্য রামায়ণের সৃষ্টি ।

WBCS Main Question Paper – 2016 সারমর্ম

যতটুকু অত্যাবশ্যক কেবল তাহারি মধ্যে কারারুদ্ধ হইয়া থাকা মানব জীবনের ধর্ম নর্ম হে । আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক শৃঙ্খশৃ লে বদ্ধ হইয়া থাকি এবং কিয়ৎ পরিমাণে স্বাধীন । আমাদের দেহ সাড়ে তিন হাতের মধ্যে বদ্ধ কিন্তু তাই বলিয়া ঠিক সেই সাড়ে তিন হাত পরিমাণের গৃহগৃ নির্মা ণর্মা করিলে চলে না । স্বাধীন চলাফেরার জন্য অনেকখানি স্থান রাখা আবশ্যক । নতুবা আমাদের স্বাস্থ্য এবং আনন্দের ব্যাঘাত হয় । শিক্ষা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে, অর্থা ৎর্থা যতটুকু কেবলমাত্র শিক্ষা অত্যাবশ্যক তাহারি মধ্যে শিশুদিগকে একান্ত নিবদ্ধ রাখিলে কখনই তাহাদের মন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িতে পারে না । অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না শিখাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না – বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তিবৃ সম্বন্ধে সে অনেক পরিমাণে বালক থাকিয়াই যায় ।

WBCS Main Question Paper – 2015 সারমর্ম

অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি,জীবনের নানা পর্বেরর্বে নানা অবস্থায় শুরু করেছি কাঁচা কাঁ বয়সে- তখনও নিজেকে বুঝিনি । তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনী র্জ য় জিনিস ভুরি ভুরি আছে তাতে সন্দেহ নেই । এ সমস্ত আবর্জনা র্জ বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি তার মধ্যে এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, —আমি ভালোবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রনাম করেছি এই মহৎকে, আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরম পুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে, আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট । আমি আবাল্য অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গন্ডিকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মেরর্মে অর্ঘ্য , আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি— তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রাসাদ । আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে— র্থে এখানে সর্বদের্ব শ সর্বজা র্ব তি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা— তাঁরইতাঁ বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি স্খালম করবার দুঃ সাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্তবৃ আছি ।আমার যা কিছু অকিঞ্চিৎকর তাকে অতিক্রম করেও যদি আমার চরিত্রের অন্তরতম প্রকৃতি ও সাধনা লেখায় প্রকাশ পেয়ে থাকে, আনন্দ হয়ে থাকে, তবে তার পরিবর্তে আমি প্রীতি কামনা করে থাকি, আর কিছু নয় । এ কথা যেন জেনে যাই, অকৃত্রিম সৌহার্দ্য পেয়েছি, সেই তাঁদেতাঁ র কাছে যাঁরা যাঁ আমার সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও জেনেছে সমস্ত জীবন আমি কী চেয়েছি, কী পেয়েছি, কী দিয়েছি, আমার অপূর্ণ জী র্ণ বন অসমাপ্ত সাধনার কি ইঙ্গিত আছে । মর্তলো র্ত কের শ্রেষ্ঠদান এই প্রীতি আমি পেয়েছি এ কথা প্রণামের সঙ্গে বলি । পেয়েছি পৃথিপৃ বীর অনেক বরণীয়দের হাত থেকে— তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা নয়, আমার হৃদয় নিবেদন করে দিয়ে গেলাম । তাঁদেতাঁ র দক্ষিণ হাতের স্পর্শে বিরাট মানবেরই স্পর্ষ লের্ষ গেছে আমার ললাটে, আমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ তা তাঁদেতাঁ র গ্রহণের যোগ্য হোক ।

WBCS Main Question Paper – 2014 সারমর্ম

(ক) জগৎ ও জীবনের রহস্য পরমতম সত্য । আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও বিশ্বসৃষ্টিসৃ র মূলীভূত শক্তির সন্ধানে মানুষ ঈশ্বরের শরণাপন্ন নয় । সৃষ্টির আদিম ক্ষণ থেকে মানুষ এক অতিলৌকিক শক্তিকে ঈশ্বরের মর্যা দা র্যা য় উন্নীত করেছে । এই শক্তিকে বিশ্বনিয়ন্তা ও অবিনাশী শক্তি বলা হয়েছে । মানুষ মনে করে যে তিনিই বিশ্বস্রষ্টা । তিনি স্বয়ম্ভু; তিনি বাক্য, মন, ও চক্ষুর অগোচর । মানুষ তাই ঈশ্বরকে খুঁজেখুঁ বেড়ায় দেবালয়ে অর্থা ৎর্থা মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতি স্থানে । মানুষ ভাবে যে ঐ সমস্ত স্থানেই ঈশ্বরের বসবাস ।কিন্তু বাস্তববুদ্ধি দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, জীবের মধ্যেই ঈশ্বরের বাস । ঈশ্বর কে পেতে মন্দির, মসজিদে যাবার প্রয়োজন নেই, জীবকে আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা করলেই প্রকৃতভাবে ঈশ্বরের সেবা করা হয় । তথাপি কিছু মানুষ আছে যারা আনুষ্ঠানিক ধর্মা চরণ র্মা , পূজা মন্ত্র, আরাধনা ইত্যাদির মাধ্যমে ঈশ্বর লাভে তৎপর হয় । কিন্তু জীবকে অবজ্ঞা করে, মানুষের নারায়ণকে উপেক্ষা করে কখনোই ঈশ্বরের অনুসন্ধান সার্থকর্থ হতে পারে না । যুগে যুগে বহু মনীষী জীবসেবাকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির চরম উপায় বলে নির্দেশ করে গিয়েছেন । আর্তের্তে সেবা, অসহায়ের উদ্ধার, পীড়িতের শুশ্রূষা, সর্বো পর্বো রি জাতি-ধর্ম-র্মবর্ণ নির্ণ র্বিশেষি ষে জীবের প্রতি প্রীতি প্রদর্শনর্শ করাই ঈশ্বর লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় । জীবের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ । অতএব জীবসেবাতেই ঈশ্বর পরিস্ফুট হয় । প্রতিটি মানুষের উচিত অপরকে ভালোবাসা, অপরকে সেবা করা । সেবাই হল ঈশ্বর সাধনার প্রধান পথ । যেদিন মানুষ জীবসেবাকেই সেবাকেই ঈশ্বর সেবার প্রধান পথ হিসাবে বেছে নেবে সেদিন মানুষ প্রকৃত ঈশ্বরের সন্ধান পাবে ।

(খ) বস্তুত মানুষের মধ্যে এই যে, দুই স্তরের ইচ্ছা আছে, ইহার মধ্যে একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর একটি অপ্রয়োজনের ইচ্ছা । একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে তাহার ইচ্ছা । আশ্চর্য এইর্য যে, মানুষের মনে এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটি এত প্রবল যে সে যখন জাগিয়া ওঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয় । তখন সে সুখ সুবিধা প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপা র্ণত করে না । তখন সে বলে, আমি সুখ চাহিনা, আমি আরও কিছুকে চাহি, সুখ আমার সুখ নহে, আরই আমার সুখ, তখন সে বলে ভূমৈব সুখম । সুখ বলিতে যাহা বুঝায় তাহার ভূমা নাই । ভূমা সুখ নহে আনন্দ । সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে আনন্দের বিপরীতে দুঃ খ নহে, সুখের বিপরীতে দুঃ খ । শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমন করিয়া দুঃ খকে অনায়াসেই গ্রহণ করে । এমনকি দুঃ খের দ্বারাই আনন্দ আপনাকে সার্থকর্থ করে, আপনার পূর্ণতা র্ণকে উপলব্ধি করে । তাই দুঃ খের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা ।

Translate into Bengali – বাংলায় অনুবাদ – WBCS Main Question Paper

WBCS Main Question Paper – 2021 *বঙ্গানুবাদ*

Three days after the incident Col. – Gracy returned and gave the following account of the tragic disaster. “It was Sunday night. We were getting ready to go to sleep in our own cabins when the ship received a shock and I was thrown off the bed. I heard the cries of agony of the passengers of the Search ship. I looked at my wristwatch-it was just ten. In the midst of wailing on all sides, I came to know that the ship had struck against an iceberg and had been seriously damaged. Death was inevitable.”

WBCS Main Question Paper – 2020 *বঙ্গানুবাদ*

That afternoon almost the whole of kamarpukur comes for the Kirtan. Through Dhani, the word was spread that Ramakrishna would go back to the Dakshineswar, so no one wanted to miss this opportunity. As the courtyard is too small to hold the crowd, they shifted to a nearby field. Several of the men have khols, two or three have violin, and a few others have flutes. The men sit on the ground in a group with Ramakrishna and the ladies sit on one side.

WBCS Main Question Paper – 2019 বঙ্গানুবাদ

Our total environment influences our life and our way of living. The main elements of our environment are men, animals, plants, soil, air and water. There are relationships among these elements. When their relationships are disturbed, life becomes difficult and impossible. By keeping the environment safe may can ensure a healthier and happier life.

WBCS Main Question Paper – 2018 বঙ্গানুবাদ

One day Sir Isaac Newton went out of his room leaving on the table a heap of papers containing his long research on the theory of light. There was on the floor of the room lying his pet dog, Diamond. No sooner had he gone then the dog jumped upon the table and upturned the lighted candle and the papers immediately caught fire. Returning after a few minute Newton found that all his hard labour of twenty years had been reduced to ashes. But the great scientist patted the dog on the head exclaiming, "Oh; Diamond, you don't know what you have done !"

WBCS Main Question Paper – 2017 বঙ্গানুবাদ

Two persons once boarded the same compartment of a train. One was an Englishman and the other was Bengali gentleman. The Englishman was an army officer, tall and strong by built. He appeared to be proud of himself as he was an Englishman. The Bengali gentleman headed him not and was soon asleep. Soon after the Englishman picked up the gentleman's shoes and threw them out. Then he too fell asleep. The Bengali gentleman woke up. looked about for his shoes. He understood it all. He then took the Englishman's long coat and threw it out. Next morning the Englishman shouted, "where is my coat?" "Your coat has just gone to fetch my shoes", bravely replied the gentleman. The gentleman was Sir Ashutosh Mukherjee, "The Tiger of Bengal."

WBCS Main Question Paper – 2016 বঙ্গানুবাদ

The wheels of fate will someday compel the English to give up their Indian Empire. But what kind of India will they leave behind, what stark misery ? When the stream of their two centuries' administration runs dry at last, what a waste of mud and filth they will leave behind them. I had at one time believed that the springs of civilization would issue out of the heart of Europe. But today when I am about to quit the world that faith has gone bankrupt altogether. Today I live in the hope that the saviour is coining – that he will be born in our midst in this poverty-shamed hovel which is India. I shall wail to hear the divine message of civilization which he will bring with him, the supreme word of promise that he will speak unto man from this very eastern horizon to give faith and strength to all who hear. As I look around I see the crumbling ruins of a proud civilization strewn like a vast heap of futility. And yes I shall not commit the grievous sin of losing faith in Man.

WBCS Main Question Paper – 2015 বঙ্গানুবাদ

We in India do not have to go abroad in search of the past and the distant. We have them in abundance. If we go to foreign countries it is in search of the present. That search is necessary, for isolation from it means backwardness and decay. The old barriers are breaking down and life becomes more international. We have to play our part in this coming internationalism and, for this purpose, to travel, meet others, learn from them and understand them. But a real internationalism is not something in the sir without roots or anchorage. It has to grow out of national cultures and can only flourish to-day on a basis of freedom and equality and true internationalism. We are citizens of no mean country and we are proud of the land of our

birth, of our people, our culture and traditions. That pride should not be for a romanticised past to which we want to cling, nor should it encourage exclusiveness or a want of appreciation of other ways than ours. It must never allow us to forget our many weaknesses and failings or blunt our longing to be rid of them. We have a long way to go and much lee-way to make up before we can take our proper station with others in the van of human civilization and progress. And we have to hurry, for the time at our disposal is limited and the pace of the world grows ever swifter

WBCS Main Question Paper – 2014 *বঙ্গানুবাদ*

(ক) Man is curious by nature. He wants to know the unknown and to see the unseen. Books and pictures cannot fulfil his desire of knowldge. We read of mountains, seas and forests in our books but not idea of these objects of nature cannot be completed unless and until we see them ourselves. It is the spirit of adventure which has enabled us to solve many mysteries of the universe. Travelling makes most of the adventures fruitful. It increases and supplements our knowledge. The theoretical knowledge derived from books it rendered practical and real by travelling. Travelling is refreshing too.

(খ) Believe in God and behave according to His teaching, work according to His words – this can be called religion. Politics is based on ism. Religion can never be many but politics or ism can be many. So politics and religion are different from each other. Religion never divides people into many parts. Hinduism, Islamism, Jainism are not religion but these are only way to reach God. One can reach Delhi by plane, bus, train etc. Hinduism, Islamism, Jainism are just like the same. The destination of all is the same.